নবীদের কাহিনী

বিভাগ/অধ্যায়ঃ ১১. হযরত ইউসুফ (আলাইহিস সালাম)

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

বেনিয়ামীনকে ফিরিয়ে নেবার জন্য ভাইদের প্রচেষ্টা

চোর হিসাবে বিদেশে গ্রেফতার হওয়া ও গোলামীর শৃংখলে আবদ্ধ হওয়ার মত লজ্জাষ্কর ঘটনায় প্রত্যেক ভাই-ই বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল। স্বয়ং বেনিয়ামীনও এজন্য প্রস্ত্তত ছিল না। তবে তার মনে এতটুকু সান্ত্বনা ছিল যে, সে তার ভাইয়ের কাছে থাকবে। কিন্তু চুরির মত অপবাদ সহ্য করা নিঃসন্দেহে কষ্টদায়ক ছিল। কিন্তু বিদেশ-বিভূঁইয়ে ভিন রাজ্যে তাদের কিছু করারও ছিল না। অবশেষে সকলে মিলে বাদশাহর কাছে গিয়ে অনুরোধ করার সিদ্ধান্ত নিল। তারা গিয়ে বাদশাহ্কে বলল, আমাদের যিনি বৃদ্ধ পিতা আছেন, ছোট ছেলেটি তাঁর অতীব প্রিয়। এর বিচ্ছেদের বেদনা তিনি সইতে পারবেন না। তাই আমাদের অনুরোধ, আপনি তার বদলে আমাদের একজনকে রেখে দিন'। কিন্তু বাদশাহ (ইউসুফ) তাতে রাযী হলেন না। তিনি বললেন, যার কাছে মাল পাওয়া গেছে, তাকে বাদ দিয়ে অন্যকে গ্রেফতার করা আইনসিদ্ধ নয়।

শত অনুনয়-বিনয়ে কাজ না হওয়ায় অবশেষে মনের ক্ষেদ প্রকাশ করে তাদের কেউ বলে ফেলল, সে যদি চুরি করে থাকে, তবে এতে আর আশ্চর্যের কি আছে। ওর ভাইও ইতিপূর্বে চুরি করেছিল। এর দ্বারা তারা বুঝাতে চেয়েছিল যে, আমরা দশভাই ঠিক আছি, ওরা দুই সহোদর ভাই-ই চোর (নাঊযুবিল্লাহ)। ইউসুফকে কাছে রাখার জন্য শৈশবে তার স্নেহপরায়ণ ফুফু যে চুরির ঘটনা সাজিয়েছিল, সে ঘটনার দিকেই তারা ইঙ্গিত করেছিল, যা ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। যদিও তারা ভালভাবে জানত যে, সেটা ছিল একেবারেই মিথ্যা এবং সাজানো বিষয়। কিন্তু সেটাকেই সত্যিকার চুরি বলে আখ্যায়িত করল বেনিয়ামীনের প্রতি আক্রোশ বশতঃ। ইউসুফ শুনে ধৈর্য ধারণ করলেন ও মনের দুঃখ মনে চেপে রাখলেন।

এভাবে বাদশাহর কাছ থেকে নিরাশ হয়ে বেনিয়ামীনকে ছেড়ে যখন তারা বেরিয়ে এল, তখন তাদের বড় ভাই ইয়াহূদা অন্য ভাইদের বলল, তোমরা পিতার কাছে ফেরত যাও এবং তাঁকে সব খুলে বল। আমি এখান থেকে ফেরত যাব না, যতক্ষণ না পিতা আমাকে আদেশ দেন কিংবা আল্লাহ আমার জন্য কোন ফায়ছালা করেন। উল্লেখ্য, এই বড় ভাইয়ের হাতেই তার পিতা বেনিয়ামীনকে সোপর্দ করেছিলেন এবং ইতিপূর্বে এই বড় ভাই-ই ইউসুফকে হত্যা না করার জন্য অন্য ভাইদের পরামর্শ দিয়েছিল এবং সেই-ই গোপনে জঙ্গলের সেই অন্ধকূপে ইউসুফের জন্য খাদ্য সরবরাহ করেছিল ও সারাক্ষণ তার তদারকি করত, যা ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

উপরোক্ত ঘটনাটি কুরআনে আগপিছ করে বর্ণিত হয়েছে। যেমন সেখানে ইউসুফের সামনে আগেই ইউসুফের চুরির ঘটনা বলা হয়েছে। অথচ শুরুতেই এটা বলা অযৌক্তিক এবং অসমীচীন। কেননা তাতে বেনিয়ামীন যে আসলেই চোর, সেকথা পরোক্ষভাবে স্বীকার করা হয়। অথচ তারা প্রথমে সেটা অস্বীকার করেছিল এবং সেটাই স্বাভাবিক। এ বিষয়ে কুরআনী বর্ণনা নিম্নরূপ:

قَالُوْا إِن يَّسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَّهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسَرَّهَا يُوْسُفُ فِيْ نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنتُمْ شَرٌّ مَّكَاناً وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُوْنَ- قَالُوْا يَا أَيُّهَا الْعَزِيْزُ إِنَّ لَهُ أَباً شَيْخاً كَبِيْراً فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ- قَالَ مَعَاذَ

اللهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلاَّ مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إِنَّا إِذاً لَّظَالِمُوْنَ- (يوسف ٧٧-٧٩)-

‘তারা বলতে লাগল, যদি সে চুরি করে থাকে, তবে তার এক ভাইও ইতিপূর্বে চুরি করেছিল। তখন ইউসুফ প্রকৃত ব্যাপার নিজের মনের মধ্যে রাখল, তাদেরকে প্রকাশ করল না। (মনে মনে) বললেন, তোমরা লোক হিসাবে খুবই মন্দ এবং আল্লাহ সে বিষয়ে ভালভাবে জ্ঞাত, যা তোমরা বলছ’ (৭৭)। ‘তারা বলতে লাগল, হে আযীয (অর্থাৎ ইউসুফ)! তার পিতা আছেন অতিশয় বৃদ্ধ। অতএব আপনি আমাদের একজনকে তার বদলে রেখে দিন। আমরা আপনাকে অনুগ্রহশীলদের মধ্যকার একজন বলে দেখতে পাচ্ছি’ (৭৮)। ‘সে বলল, যার কাছে আমরা আমাদের মাল পেয়েছি, তাকে ছেড়ে অন্যকে গ্রেফতার করা থেকে আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন। এমনটি করলে তো আমরা নিশ্চিতভাবে যুলুমকারী হয়ে যাব’ (ইউসুফ ১২/৭৭-৭৯)।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=4342

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন